প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গতকাল তাঁর কার্যালয়ে শিক্ষাবিদ ও প্রকৌশলীদের সঙ্গে প্রকৌশল শিক্ষা সংক্রান্ত আলোচনা সভায় ভাষণ দেন -পিআইডি

ক্যাম্পাসে শান্তি বজায় রাখতে সব ধরনের সহায়তা দেয়া হবে

—প্রধানমন্ত্রী

ইউএনবি/বাসস

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহায়তা দেয়া হবে। প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং পেশাজীবীদের একটি প্রতিনিধি দল গতকাল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তার দফতরে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি এই আশ্বাস দেন। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা

প্রধানমন্ত্রী : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ৪

প্রধানমন্ত্রী : ক্যাম্পাস

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বুয়েটের বর্তমান সংকট নিয়ে আলোচনা করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে অবিলম্বে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার জন্য সরকার সব কিছু করবে। একই সঙ্গে তিনি শিগগির বুয়েট খুলে দেয়ার আভাস দেন। প্রতিনিধি দলের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন– বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. আলী মূর্তজা, ইন্সটিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশের (আইইবি) প্রেসিডেন্ট কিউআই সিদ্দিকী, বুয়েটের সাবেক ভিসি ড. ইকবাল মাহমুদ, বুয়েটের সাবেক ও আহসানুল্লাহ প্রকৌশল এবং প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য ড. এমএইচ খান, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাবেক প্রধান প্রকৌশলী মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) এমএ কাদের, আইইবির ভিপি ড. এমকে আজাদ, ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজের রেক্টর অধ্যাপক এমএ হান্নান, এইবির সেক্রেটারি জেনারেল শফিউল আলম প্রমুখ।

পানি সম্পদমন্ত্রী এলকে সিদ্দিকী, সাবেক সেনাবাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মাহবুবুর রহমান এমপি, প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরী ও মুখ্য সচিব ড. কামাল সিদ্দিকী এ সময় উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এই মর্মে আশ্বাস দেন, দেশের সব প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড তাদের নিজ নিজ নিয়ম-কানুন অনুযায়ী চলবে। সরকার এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না। বরং ক্যাম্পাসগুলোয় যাতে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় থাকে তার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবে সরকার। তিনি বলেন, ইন্টারনেটের মাধ্যমে টেন্ডার দেয়া যায় কিনা তার সম্ভাব্যতা পরীক্ষার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হবে। একটি স্বার্থান্বেষী মহল জাতির ভবিষ্যৎকে অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন এবং জাতীয় স্বার্থে সরকার যে কোন সিদ্ধান্ত নিতে কার্পণ্য করবে না বলে হুশিয়ারি দেন। তিনি বলেন, ওই মহল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিশৃংখলা সৃষ্টি এবং মেধাবীদের ধ্বংস করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। তারা চায় না এই দেশ একটি মর্যাদাশীল জাতি হিসাবে মাথা তুলে দাঁড়াক। প্রধানমন্ত্রী জাতীয় স্বার্থে সংশ্লিষ্ট সবাইকে এ ধরনের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। তিনি এ ব্যাপারে প্রকৌশলীসহ সব মহলের সহযোগিতা কামনা করেন।